বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২৩

সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকী
মেরিনা সুলতানা
রাবেয়া নাসরিন সুলতানা
মোহাম্মদ ইনজামুল হক

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২৩

সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

২০২৩ সাল জাতীয় নির্বাচনপূর্ব বছর হওয়ায় অভিবাসনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ বছর বেশ কিছু পলিসি পরিবর্তন ও নির্বাচনী ইশতেহারে অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ও রামরু বাংলাদেশ থেকে "শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি-২০২৩: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে রামরু ২০২৩ সালের অভিবাসনের অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমুহ তুলে ধরেছে।

রিপোর্টটি মোট সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে ২০২৩ সালের অভিবাসন এবং রেমিটেন্স চিত্র। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে এ বছরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। তৃতীয় অংশে মূল্যায়ণ করা হয়েছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা। চতুর্থ অংশে রয়েছে এ বছরে আইন ও নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে তার বিবরণ। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অংশে রয়েছে আন্তর্জাতিক আইন ও সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমুহের ভূমিকা। সুপারিশমালা ও উপসংহারের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে প্রতিবেদনটি।

১.বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন, ২০২৩

১.১ পরিসংখ্যান

বিএমইটি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে মোট ১৩,০৫,৪৫৩ জন বাংলাদেশী কর্মী কাজের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছেন।[১] যা গত বছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে ১১,৩৫,৮৭৩ জন বাংলাদেশী কর্মী অভিবাসন করেছিলেন।[২] ১৯৭৬ সাল

[1] BMET Website
[2] IBID

থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অভিবাসনের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত ৪৮ বছরের মধ্যে এ বছর বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ অভিবাসন হয়েছে যা বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক।

২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বাংলাদেশের অভিবাসন খাত হুমকির মধ্যে পড়েছিলো। তবে ২০২২ সাল থেকে বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের হার আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। অভিবাসন বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, করোনা মহামারির সময় সে সকল অভিবাসী বিদেশে যেতে পারেননি, ২০২২ ও ২০২৩ সালে তারা অভিবাসন করেছেন। এছাড়াও কোভিড-১৯ এর পরে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অভিবাসী গ্রহণকারী দেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালু হওয়ায় চাকরির বাজারও উন্মুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি সব ধরনের সৌদি প্রতিষ্ঠানে অভিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত কোটা ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার ফলে অভিবাসন বেড়েছে।[৩] তবে শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে নয় প্রতিটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ থেকেই ২০২২ সাল থেকে অভিবাসন বেড়ে চলেছে। নেপালে এই উর্দ্ধগতি ২০২২ সালে ছিল ৩০০ গুণ বেশি।

বিএমইটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১,৬০,৭৫,৪৮৭ জন কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে অভিবাসন করেছেন।[৪] অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে ১ কোটি ৬০ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মী বিদেশে কর্মরত আছেন। এদের অনেকেই কাজ শেষ করে দেশে ফেরত এসেছেন। কাজ শেষে কতজন বাংলাদেশী অভিবাসী দেশে ফেরত এসেছেন বিএমইটি সেই তথ্য সংরক্ষণ করেনা। তবে ২০২৩ সালে আউটপাস নিয়ে ফিরে এসেছেন ৮৬,৬২১ (৮৩৭১৯ জন পুরুষ, ২৯০২ জন নারী) অভিবাসী কর্মী । এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী গত দুই বছরে ২০২০ ও ২০২১ সালে ৪,৬৬,৬৬৬ জন বাংলাদেশি অভিবাসী স্থায়ীভাবে দেশে ফিরেছেন।[৫]

[3] https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF/news-details-181810
[4] BMET website
[5] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-536731

১.২ নারী অভিবাসন ২০২৩

২০২৩ সালে মোট ৭৬,৫১৯ জন নারী কর্মী কাজের জন্য বিদেশে গেছেন। ২০২২ সালে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা ছিল ১,০৫,৪৬৬। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ২০২২ সালের তুলনায় নারী অভিবাসন প্রবাহ এই বছর ২৭.৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[৬] এ বছরে মোট আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ৫.৮৬ শতাংশ হলেন নারী কর্মী যা গতবছর ছিলো ৯.৩ শতাংশ। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রেও নারী অভিবাসন ৩.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নারী অভিবাসন ১ লক্ষাধিক ছিলো কিন্তু কোভিড-১৯ এর ফলে ২০২০ ও ২০২১ সালে নারী অভিবাসনের ধারা কমে গিয়েছিলো। এবছর নারী অভিবাসন ২০২১ সালের চেয়ে ও কম (৮০,১৪৩)। ১৯৯১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১১,৮২,০৩০ জন নারী অভিবাসন কর্মের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করেছেন।

১.৩ গন্তব্য দেশ

বিগত বছরের প্রবণতা অনুযায়ী ২০২৩ সালেও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভিবাসী গিয়েছেন সৌদি আরবে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে অভিবাসন করেছেন ৪,৯৭,৬৭৪ জন যা মোট অভিবাসনের ৩৮.১২ শতাংশ। তবে শ্রম অভিবাসন গ্রহণে প্রথম অবস্থানে থাকলেও শ্রমিক গ্রহণের হার গত বছরের তুলনায় ১৫.৮৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সালে মোট অভিবাসনের ৫৪ শতাংশ অভিবাসন হয়েছিলো সৌদি আরবে।

এবছর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অভিবাসন ঘটে মালয়েশিয়া (৩,৫১,৬৮৩ জন কর্মী, ২৭ শতাংশ) যা গত বছর ছিলো পঞ্চম অবস্থানে। গত বছরের তুলনায় মালয়েশিয়ায় অভিবাসন ২২.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় বৃহত্তম গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ওমান (১,২৭,৮৮৩ জন কর্মী, ৯.৮০ শতাংশ) যা গত বছর ছিলো দ্বিতীয় অবস্থানে। গত বছরের তুলনায় ওমানে ৬.২ শতাংশ অভিবাসন

[6] http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=8

হ্রাস পেয়েছে। এর পরে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (৯৮,৪২২ জন কর্মী,৭.৫৪ শতাংশ,)। পরবর্তী দেশগুলো হলো যথাক্রমে কাতার (৫৬,১৪৮ জন কর্মী, ৪.৩০ শতাংশ,) ও সিঙ্গাপুর (৫৩,২৬৫ জন কর্মী, ৪.০৮ শতাংশ,)।[৭]

টেবিল ১ঃ ২০২৩ সালে দেশভিত্তিক পুরুষ অভিবাসনের চিত্র

ক্রম	গন্তব্য দেশ	**পুরুষ শ্রমিক গ্রহণের সংখ্যা**	শতাংশ
১.	সৌদি আরব	৪,৯৭,৬৭৪	৩৮.১২
২.	মালয়েশিয়া	৩,৫১,৬৮৩	২৬.৯৪
৩.	ওমান	১,২৭,৮৮৩	৯.৮০
৪.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯৮,৪২২	৭.৫৪
৫.	কাতার	৫৬,১৪৮	৪.৩০
৬.	সিঙ্গাপুর	৫৩,২৬৫	৪.০৮

উৎস: বিএমইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে রামরু কর্তৃক সৃষ্ট

নারী অভিবাসনের ক্ষেত্রেও গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে এই বছরে ও সৌদি আরবে নারী গিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। ২০২৩ সালে মোট নারী অভিবাসনের প্রায় ৬৫.৬৮ শতাংশ (৫০,২৫৪ জন কর্মী) অভিবাসন করেন এই দেশটিতে। ২য় অবস্থানে আছে জর্ডান (৭,৮৩৮ জন কর্মী, ১০.২৪ শতাংশ), ৩য় ওমান (৬,৫৪৭ জন কর্মী, ৮.৫৬ শতাংশ), চতুর্থ যুক্তরাজ্য (৫,২৫৬ কর্মী, ৬.৮৭ শতাংশ) পঞ্চম সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০০০ জন কর্মী, ২.৬১ শতাংশ) এবং ষষ্ঠ কুয়েত (১,১৭৫ কর্মী, ১.৫৪ শতাংশ)।[৮]

টেবিল ২ঃ ২০২৩ সালে দেশভিত্তিক নারী অভিবাসনের চিত্র

ক্রম	**গন্তব্য দেশ**	**নারী শ্রমিক গ্রহণের সংখ্যা**	**শতাংশ**
১.	সৌদি আরব	৫০,২৫৪	৬৫.৬৮
২.	জর্ডান	৭,৮৩৮	১০.২৪
৩.	ওমান	৬,৫৪৭	৮.৫৬
৪.	যুক্তরাজ্য	৫২৫৬	৬.৮৭
৫.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	২,০০০	২.৬১

[7] [7] http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=11
[8] http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=38

৬.	কুয়েত	১,১৭৫	১.৫৪

উৎস: বিএমইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে রামরু কর্তৃক সৃষ্ট

১.৪ উৎস এলাকাসমূহ

২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের উলেখযোগ্য উৎস এলাকাগুলো হলো কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল,চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও ঢাকা। বিগত বছর গুলোর মতই এ বছর ও সর্ব্বোর্চ আন্তর্জাতিক অভিবাসন ঘটেছে কুমিল্লা থেকে (৮.৩৩ শতাংশ, ১,০৮,৮৭০জন)। দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিবাসনের উৎস এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৪.৯৬ শতাংশ (৬৪,৮০৭ জন)। তৃতীয় চট্টগ্রাম ৪.৯১ শতাংশ(৬৪,২০২ জন) যা গত বছর ছিলো দ্বিতীয় অবস্থানে। চতুর্থ অবস্থানে আছে টাঙ্গাইল ৪.১৪ শতাংশ (৫৪,০৯৬ জন) যা গত বছর ছিলা ষষ্ঠ। এর পরের জেলা গুলো যথাক্রমে চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ৩.৬০ শতাংশ (৪৭,১২৩ জন), ৩.৩৯ শতাংশ (৪৪,২৯২ জন) ও ৩.৩৮ শতাংশ (৪৪,১৩৫ জন) অভিবাসন করেন।

১.৫ দক্ষতা

বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীদের বিএমইটি ৪ টি ভাগে বিভক্ত করে থাকে। যেমন- পেশাজীবী, দক্ষ, আধা-দক্ষ, স্বল্পদক্ষ কর্মী।এ বছর মোট অভিবাসনের ৪.১৪ শতাংশ পেশাজীবী কর্মী, ২৪.৭৭ শতাংশ দক্ষ কর্মী, ২১.০১ শতাংশ আধা-দক্ষ কর্মী এবং ৫০ শতাংশ স্বল্পদক্ষ কর্মী অভিবাসন করেছেন।

গত বছরের তুলনায় এ বছর পেশাজীবী, দক্ষ, আধা-দক্ষ কর্মীর অভিবাসনের হার যথাক্রমে ৩.৮ শতাংশ, ২.০৪ শতাংশ, ১৭.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বল্প দক্ষ কর্মীর অভিবাসনের হার ২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। [৯]বিগত ২ বছরের (২০২২ ও ২০২১) তুলনায় এ বছর স্বল্পদক্ষ কর্মীর অভিবাসনের হার যথাক্রমে ২৩.০১ শতাংশ ও ২৫.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। [১০]

[9] Data collected from BMET
[10] Data Collected from BMET

টেবিল ৩ঃ ২০২২ ও ২০২১ সালের দক্ষতাভিত্তিক অভিবাসী কর্মীর চিত্র

দক্ষতাভিত্তিক কর্মী	২০২২	২০২১
পেশাজীবী কর্মী	০.৩৪ শতাংশ	০.১৪ শতাংশ
দক্ষ কর্মী	২২.৭৩ শতাংশ	২১.৩৩ শতাংশ
আধা-দক্ষ কর্মী	৩.৮৫ শতাংশ	৩.২৮ শতাংশ
স্বল্পদক্ষ কর্মী	৭৩.০৮ শতাংশ	৭৫.২৪ শতাংশ

১.৬ রেমিটেন্স প্রবাহ

এ বছরে রেমিটেন্স এসেছে ২১.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। [১১] গত বছরের তুলনায় ২০২৩ সালে রেমিটেন্স বেড়েছে ২.৮৮ শতাংশ। গত বছর রেমিটেন্স এসেছিলো ২১.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে যে পরিমান বাংলাদেশী শ্রমিক অভিবাসন করেছেন সে পরিমানে রেমিটেন্স বাড়েনি। এ বছর অভিবাসন বেড়েছে ১৩ শতাংশ আর রেমিটেন্স বেড়েছে ২.৮৮ শতাংশ।

২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরনকারী দেশ ছিলো সৌদি আরব যা এ বছর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশে নেমে এসেছে। সৌদি আরব থেকে রেমিটেন্স এসেছে ৩২.৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৪.৯৭ শতাংশ)। গত বছরের তুলনায় সোদি আরব থেকে রেমিটেন্স কমেছে প্রায় ৩.৯ শতাংশ।

এই বছর সর্বোচ্চ রেমিটেন্স এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ৩৬.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রেমিটেন্সের ১৬.৭৬ শতাংশ। যা গত বছর ছিলো তৃতীয় অবস্থানে। এবছর দেশটি থেকে রেমিটেন্স প্রেরণের হার ৪.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

[11] https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/wageremitance

এবছর তৃতীয় অবস্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২৬.৮০ বিলিয়ন, ১২.২৩ শতাংশ) যা গত বছর ছিলো দ্বিতীয় অবস্থানে। এর পরের দেশগুলো যথাক্রমে যুক্তরাজ্য (২৫.৩৬ বিলিয়ন, ১১.৫৭ শতাংশ) এবং কুয়েত থেকে (১৫.০৭ বিলিয়ন ডলার, ৬.৮৭ শতাংশ) ও ইতালি থেকে (১৩.৩৭ বিলিয়ন ডলার, ৬.১০ শতাংশ) রেমিটেন্স এসেছে। [১২] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দেশে অভিবাসন বেড়েছে সেই দেশ থেকে রেমিটেন্স বাড়েনি। যেমন এ বছর সৌদি আরবে অভিবাসন বাড়লেও রেমিটেন্স বেড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে।

২. অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

২.১ মালদ্বীপে বাংলাদেশীদের জন্য শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত

ধারণা করা হয়, মালদ্বীপে বর্তমানে ১,৪৩,০০০ জন বাংলাদেশী অভিবাসী রয়েছেন। মালদ্বীপে অভিবাসী কর্মী গোষ্ঠী হিসেবে যাদের সংখ্যা সর্ববৃহৎ। এই বিবেচনায় বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য মালদ্বীপ একটি সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার। গত বছর রামরু বাংলাদেশ-মালদ্বীপ করিডোরে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে একটি মাঠ পর্যায়ের গবেষণা পরিচালনা করে। সেই গবেষণায় মালদ্বীপে অবস্থানরত ১২০ জন এবং দেশটি থেকে ফেরত আসা ২৫০ জন বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর মতামত গ্রহণ করা হয়। একই সাথে দুই দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজন এবং নীতি নির্ধারকদের মতামত গ্রহণপূর্বক উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[১৩] উক্ত প্রতিবেদনটি গত বছরের ৭ জুন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঢাকায় এবং ১৭ ও ১৮ জুলাই একটি দ্বিপক্ষীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মালদ্বীপের রাজধানী মালে-তে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়। প্রতিবেদনের অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, উপসাগরীয় ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের তুলনায় বেতন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে মালদ্বীপে বসবাসকারী বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীগণ অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে রয়েছেন। কর্মোদ্দীপনা ও নিষ্ঠার জন্য তারা নিয়োগকারীদের পছন্দের মধ্যে থাকলেও ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের প্রবেশের বিষয়ে মালদ্বীপ সরকারের

[12] https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/wageremitance
[13] [13] https://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2024/01/Migration-Dynamics-of-Bangladesh-and-the-Maldives-Corridor.pdf

একটি নিষেধাজ্ঞা ছিল। দীর্ঘ চার বছর পর ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মালদ্বীপের ভিসা বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য আবার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করে প্রতিবছর এর মেয়াদ বাড়ানো হতো। তবে মালদ্বীপের নতুন সরকার ২০২৩ সালে নিষেধাজ্ঞা নবায়ন না করে বাংলাদেশী কর্মীদের প্রবেশ উন্মুক্ত করে দেয়।[১৪] এক্ষেত্রে রামরু'র এই বহুমাত্রিক প্রয়াসের কিছুটা ভূমিকা রয়েছে।

২.২ নির্বাচনী ইস্তেহারে অভিবাসন বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি

রামরু-ওয়্যারবে-এর উদ্যোগে বিসিএসএম এর ব্যানারে ২৩ টি সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোর ইলেকশনের পূর্বে ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে তাদের নিজ নিজ দলের ইশতেহারে অভিবাসীদের জন্য করনীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার দাবি জানায়। সংগঠনগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয় সংযোগ করার জন্য অভিবাসীর অধিকার, নারী অভিবাসীর অধিকার, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, কল্যাণ, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, রেমিট্যান্স আহরণ ও বিনিয়োগ, জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি শিরোনামে ৫ পৃষ্ঠার নথিতে ৪৮ টি সুপারিশ/দাবি রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদ সদস্যদের নিকট উত্থাপন করে। এর ফলে পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে নিম্নোক্ত বেশ কিছু অঙ্গীকারের কথা বলা হয় যা রামরু-ওয়্যারবে-বিসিএসএম উত্থাপিত দাবিসমূহ থেকে গৃহীত হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা দেওয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার এবং বিদেশে নারী কর্মীদের প্রতি ন্যায্য আচরণ সংরক্ষণে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির ইশতেহারে যে দাবিসমূহ উঠে এসেছে:

প্রশিক্ষিত অভিবাসী গড়ে তুলতে ভাষা শিক্ষায় গুরুত্ব, নারী অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান, অভিবাসী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে জাতীয় বাজেটের একাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত, অভিবাসীদের

[14] https://www.somoynews.tv/news/2023-12-17/uXQvLLKM

আইনী অধিকার নিশ্চিত করতে দূতাবাসগুলোতে আইনী সাপোর্ট সেল, পর্যাপ্ত দোভাষী ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ইত্যাদি।

২.৩ মধ্যপ্রাচ্যে নিহত অভিবাসীকর্মীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণবাবদ সর্বোচ্চ রক্তপণ আদায়

সৌদি আরবে নিহত দু'জন বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৯ কোটি টাকা রক্তপণ আদায় সম্ভব হয়েছে।[১৫] বাংলাদেশি দূতাবাস তাদের পরিবারকে যথাযথ ওয়ারিশ সনাক্ত করে মৃতদের স্বজনদের নিকট এ অর্থ হস্তান্তর করবে। নিহত অভিবাসী কর্মীগণের মধ্যে, একজন সাগর পাটোয়ারি ২০০৫ সালে সৌদি আরবে কাজের উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং ২০০৬ সালে দাম্মাম শহরে একটি পেট্রোল পাম্পে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।[১৬] শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়েরকৃত অভিযোগ ২০২১ সালে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রমানিত হলে আদালত তাকে শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ডের রায় দেন। পরবর্তীতে অভিযুক্তের বাবা রক্তপণের বিনিময়ে মৃত্যুদন্ড প্রত্যাহারের আপস প্রস্তাব দিলে দূতাবাসের হস্তক্ষেপে ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকায় আপস মীমাংসা হয় এবং তা ২০২৩ সালে আদায় করা হয়।

অন্যজন ২০১৮ সালে সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশি নারী অভিবাসী কর্মী মোসাঃ আবিরণ বেগম নিজ গৃহকর্ত্রীর হাতে খুন হলে ২০২১ সালে আদালত মূল আসামীর মৃত্যুদন্ডের রায় দেয় এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করে।[১৭] এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হলেও মৃত্যুদন্ড বহাল থাকে। পরবর্তীতে আসামীর পরিবারের সাথে মীমাংসার ভিত্তিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় এ বছর ১৪ কোটি ২৩ লাখ টাকা রক্তপণের বিনিময়ে মৃত্যুদন্ড মওকুফ করা হয়।

২.৪ জাতীয় প্রবাসী দিবসের সূচনা

যদিও সকল ধরনের অভিবাসীর জন্য জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ঘোষণা করেছে তবুও শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসীদের জন্য এ বছর ৩০ ডিসেম্বর সরকার

[15] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-543901
[16] Ibid
[17] Ibid

আরেকটি দিবস বরাদ্দ করেছে যা জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩ হিসেবে পালিত হয়। দিবস পালনের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক দিবসটিকে খ তালিকাভুক্ত করা হয় অথচ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসটি গ তালিকাভুক্ত । গ তালিকাভুক্ত দিবসের গুরুত্ব কম। ১৯৯৬ থেকে সিভিল সমাজ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন করে আসছিল। ২০০৭ সাল থেকে সরকার দিবসটি পালন শুরু করে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন করা হলেও এ বছর এর আয়োজন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে আসে।

২.৫ রেমিট্যান্স খাতে ব্যাংক কর্তৃক প্রণোদনা বৃদ্ধি

অভিবাসীদের কষ্টের উপার্জন বৈধ পথে দেশে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ২০২২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রেমিট্যান্সের ওপর প্রনোদনা ২% থেকে উত্তীর্ণ করে ২.৫% করা হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর ২০২৩ সালে হুন্ডির পরিমান হ্রাস করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো সরকারের ঘোষিত ২.৫% প্রণোদনার পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও সর্বোচ্চ ২.৫% প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা দেয় ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ অথরাইজড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা)।[১৮] অর্থাৎ রেমিট্যান্সের বিপরীতে ৫% পর্যন্ত প্রণোদনার প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হয়েছে অভিবাসীকর্মীদের জন্য। বর্তমানে ১ ডলারে ১১৬ টাকা পর্যন্ত পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।[১৯] খোলা বাজারে ডলার ১২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।[২০]

২.৬ বাংলাদেশে রোমানিয়া কনস্যুলেট অফিসের কার্যক্রম বন্ধ হওয়া

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় বিএমইটি অফিসে ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে চালু হয় রোমানিয়ার ভিসা কনস্যুলেট অফিস। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ৬ মাসে ১৫০০০ অভিবাসন প্রত্যাশী কর্মীকে ভিসা প্রদান।[২১] কিন্তু সুত্র থেকে জানা যায় প্রভাবশালী মহলের অনৈতিক চাপের মুখে দুর্ভাগ্যবশত এক মাসের মাথায় কনস্যুলেট অফিসটি তাদের কার্যক্রম

[18] https://www.deshrupantor.com/461806/remittance-will-get-5-percent-incentive-from-today
[19] Ibid
[20] https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1234309.details
[21] https://www.prothomalo.com/bangladesh/bvsr9v7j1m

বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।[২২] ফলে পরবর্তীতে ভারতের নয়াদিল্লীতে অবস্থিত রোমানিয়ান দূতাবাসে অফিসটি স্থানান্তর করা হয়।[২৩] এতে করে বাংলাদেশ একটি বিশাল সুযোগ হারালো। যারা এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে তাদের দায়বদ্ধ করা প্রয়োজন।

২.৭ অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরন

২.৭.১ মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসীদের নিয়মিত হওয়ার সুযোগ

মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসীদের নিয়মিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওয়ার্কফোর্স রিক্যালিব্রেশন (আরটিকে ২.০) কর্মসূচি হাতে নেয় মালয়েশিয়া সরকার।[২৪] এ সুযোগটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং এর অধীনে ৭ লক্ষাধিক আবেদন আসে যার মধ্যে বাংলাদেশি কর্মীর আছে।[২৫] এ কর্মসূচিতে অভিবাসী বাংলাদেশিদের নাম নিবন্ধন করতে পারার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পাসপোর্ট বিতরণ করে। এ ব্যবস্থার আওতায় পোস্ট অফিস, কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশ হাইকমিশনের পাসপোর্ট সার্ভিস সেন্টার এবং কুয়ালালামপুরের সিবিএল মানি ট্রান্সফার রেমিট্যান্স হাউস থেকে পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়।

২.৭.২ গ্রিসে বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়মিতকরণ

গ্রিস সরকার অনিয়মিতভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নিয়মিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। এ প্রক্রিয়াটি ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত চলমান থাকে।[২৬] আবেদনের জন্য আবেদনকারীর ন্যূনতম দুই বছর মেয়াদি বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকা এবং ২০২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির পূর্বে গ্রিসে বসবাসের এবং নিয়মিত হলে চাকুরির নিশ্চয়তার

[22] https://www.bangladeshmonitor.com.bd/news-details/romania-has-closed-its-temporary-visa-consulate-office
[23] Ibid
[24] https://bangla.thedailystar.net/abroad/news-540951
[25] Ibid
[26] http://tinyurl.com/yckz5p9f

প্রমাণ শর্ত হিসেবে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে ১০০০০ এর বেশি অভিবাসী নিবন্ধন করেন এবং ৬০০০ অভিবাসী রেসিডেন্স পারমিটের অপেক্ষায় রয়েছেন।

২.৮ ভিসা প্রদান স্থগিতকরন

২.৮.১ ওমানে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রদান স্থগিত

ওমানে বাংলাদেশি নাগরিক টুরিস্ট ও ভিজিট ভিসায় যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে তাদের ভিসা পরিবর্তন করে অভিবাসীরা কর্ম ভিসায় রূপান্তর করে কাজ করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ থেকে বাংলাদেশসহ সকল দেশের নাগরিকদের ভিসা প্রদান স্থগিত করে দেয় রয়্যাল ওমান পুলিশ।[২৭] কারন হিসেবে উল্ল্যেখ করা হয় শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ওমানের শ্রম বাজারের চাহিদা ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার জন্য এ স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি দ্রুত স্থগিতাদেশটি তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে ।

২.৮.২ বাহরাইনে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি প্রেরণ বন্ধ

উপসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্র বাহরাইনে ২০২০ এর পূর্বের বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে মাঝারি আকারে লোকবল নেওয়া হলেও এবছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ জন-এ।[২৮] এর ফলে দেশের রেমিট্যান্সের পরিমানেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ২০১৬ সালে যেখানে বাহরাইনে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীর সংখ্যা ৭২১৬৭ কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে। বিএমইটি-এর তথ্যমতে চাহিদাপত্র না থাকার ফলে অভিবাসন সম্ভব হচ্ছে না।

২.৯ মানবপাচার ও অভিবাসন

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে আনুমানিক ৫০০০ মানুষ অনিরাপদ উপায়ে উন্নত দেশগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে।[২৯] কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে বা তার চেয়েও ভয়ানক পরিনতির শিকার হয়ে দেশে ফিরছেন। জাতিসংঘের ২০২২ সালের একটি

[27] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-528706
[28] http://tinyurl.com/3vtpbkpm
[29] https://www.bbc.com/bengali/news-60136296

মানবপাচার বিষয়ক রিপোর্টে উঠে এসেছে বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা ও সিলেট বিভাগ থেকে সবচেয়ে বেশি মানবপাচারের ঘটনা ঘটে থাকে।[৩০] সম্প্রতি লিবিয়ায় আটককৃত ১৪০ জনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। লিবিয়া বর্তমানে মানব পাচারের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো অভিবাসন আইন আরও কঠোর করার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছেছে।

২.১০ অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্লাটফর্ম গঠন

অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী তুলে ধরার জন্য ২০২৩ সালে ৬ টি গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ও ১ টি মহিলা গৃহকর্মী ইউনিয়ন মিলে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্লাটফর্ম গঠন করেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সংগঠন হিসেবে রয়েছে-বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, একতা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ফেডারেশন এবং জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন।[৩১] এ প্লাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা সংগঠন হিসেবে রয়েছে- সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি, আওয়াজ ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশি অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন। ন্যায্য এবং নিরাপদ অভিবাসনের পরিবেশ তৈরি, দেশে ও বিদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার আদায় এবং তারা যেন বৈষম্যের শিকার না হন তা নিশ্চিত লক্ষ্যে প্লাটফর্মটি গঠিত হয়েছে।

৩. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

৩.১ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

বর্তমানে বিএমইটি'র অধীনে ৪২ টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ৪টি বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেবা,সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং অনলাইন নিবন্ধনের সেবা

[30] https://www.bbc.com/bengali/articles/cz4lz70d1l8o
[31] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-518311

চালু আছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, পাবনা, যশোর, সিলেট, গোপালগঞ্জ এই ৭টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড সেবা এবং ১১ টি ডিইএমও এর মাধ্যমে প্রি ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে।[৩২] অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে বিএমইটি'র সালিশ কার্যক্রমের বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (ডিইএমও) এ সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করা করা হচ্ছে। তবে এ বছর ৪২ টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের লোকবলের সক্ষমতা বাড়ানো সহ বিএমইটির সকল সেবা বিকেন্দ্রিকরণের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে এবং ২২ টি জেলায় নতুন জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে।

৩.২ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)

বিএমইটির অধীনে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি উদ্দেশ্যে মোট ১১০ টি টিটিসি যার মধ্যে ১০৪ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।[৩৩] ৪০ টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫০ টি উপজেলায় টিটিসি স্থাপনের অনুমোদন হয়েছে।

বর্তমানে ৪১টি টিটিসিতে ভাষা কোর্স চালু রয়েছে; যার মধ্যে ৪৩ টি টিটিসিতে জাপানি ভাষা, ৭টি টিটিসিতে জাপানিজ কেয়ার গিভার, ১৬ টি টিটিসিতে ইংরেজি ভাষা, ৩২ টি টিটিসিতে কোরিয়ান ভাষা, ৩টি টিটিসিতে চাইনিজ (ক্যান্টনিজ) এবং ১টি টিটিসিতে চাইনিজ (ম্যান্ডারিন) ভাষা শেখানো হয়। প্রশিক্ষণকে আন্তর্জাতিক সনদায়নের আওতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ হিসেবে ৪ টি টিটিসি তে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সনদায়ন সংস্থা 'সিটি অ্যান্ড গিল্ডস'-এর আওতায় ৬ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিকাল ইন্জিয়ারিং কোর্স, ৬ মাস মেয়াদি হাউজকিপিং সার্ভিসেস ও ৬ মাস মেয়াদি ফুড প্রিপারেশন এন্ড কুলিনারি আর্টস কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। [৩৪] ৩৯টি টিটিসিতে ২ মাস মেয়াদি হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ৩টি টিটিসিতে হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন(ট্রাক ক্রেন, রোড রোলার, ফরক লিফ্ট) কোর্স, ১৭ টি টিটিসিতে

[32] http://bmet.portal.gov.bd/site/page/53e682c1-3a63-4b6f-a69f-00fb5032208d/-

[34] Ibid

হসপিটালিটি কোর্স চালু করেছে এবং ৯৫ টি টিটিসিতে অধিক কর্মসংস্থান বান্ধব ড্রাইভিং কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও ফেরত আসা অভিজ্ঞ কর্মীগণকে বিএমইটি বর্তমানে ৪৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে '*রিকগনিশন অব প্রাইওর লার্নিং*' (আরপিএল) সনদ প্রদান করছে।[৩৫]

এবছর সৌদি আরবস্থ সরকারি কোম্পানি তাকামল কর্তৃক বাংলদেশ Skill Verification Programme (SVP) চালু করা হয়েছে। তাকামল এর আওতায় নির্ধারিত ৩৩ টি পেশার মধ্যে ১২ টি পেশায় ৬ টি টিসিসি তে এসভিপি টেস্ট সেন্টার চালু করা হয়েছে। ফলে সৌদি আরবগামী কর্মীরা পেশাভিত্তিক স্কিল টেস্ট এ উর্ত্তীণ হয়ে সনদ গ্রহন করে সৌদি আরবে সংশ্লিষ্ট পেশায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।এবং NTVQF /BNQF এর আওতায় সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন স্তরে পেশাভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা BTEB/NSDA -এর নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় অ্যাসেসমেন্ট এর মাধ্যমে নির্ধারিত লেভেল অনুযায়ী পেশাভিত্তিক দক্ষতা অর্জনকারীদের সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

তবে ট্রেনিং সেন্টারগুলো সরকারের উন্নয়ন বাজেট থেকে তৈরি করা হলেও মান সম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেনিং সেন্টারগুলো পরিচালনার জন্য রেভিনিউ খাত হতে যথেষ্ঠ বাজেট বরাদ্দ থাকেনা। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার অংশীদারিত্বে ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করলে তা আরো ব্যাপ্তি বাড়ানো যাবে।তাহলে অভিবাসীদের দক্ষতার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি সুযোগ তৈরী হবে।

৩.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

২০২৩ সালে ৪৫৭ জন আহত ও অসুস্থ অভিবাসী কর্মীর ফেরত আনয়ন ও চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে বোর্ড ৩৯.৬০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। বিগত ২০২২ সালে বোর্ড ৩৮৩ জন অভিবাসী কর্মীকে ২০.০৬ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছিল। ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এ যাবৎ বোর্ড ১৯৩৯ জন অভিবাসী কর্মীকে সর্বমোট ১৮১.৫০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে।

২০২৩ সালে মোট ৪৫৭৪ জন অভিবাসীর কর্মীর মরদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে এবং এসব মরদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ বোর্ড অভিবাসীর পরিবারকে মোট ১৬০.০৯ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। ২০২২ সালে মোট ৩৯০৪ জন অভিবাসীর কর্মীর মরদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে এবং এসব মরদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ বোর্ড অভিবাসীর পরিবারকে মোট ১৩৬.৬৪ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ৫১,৯৭৮ টি মরদেহের পরিবহন ও দাফন বাবদ বোর্ড সর্বমোট প্রদান করেছে ১৬৬৭.৫৬ মিলিয়ন টাকা।[৩৬]

২০২৩ সালে ৫০০৬ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৪৮১.৭৯ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০২২ সালে ৬,১১৪ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৮১৬.৯৩ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছিলো। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫২৩৩৯ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে বোর্ড প্রদান করেছে ১৪৮১.৭৯ মিলিয়ন টাকা।[৩৭]

বছরভিত্তিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, নিয়মিত বকেয়া, বীমা, সার্ভিস বেনিফিট হিসেবে ২০২৩ সালে বোর্ড ১৩১৬ জন অভিবাসীর বিপরীতে বিতরণ করেছে ৮৭৪.৪৭ মিলিয়ন টাকা। বিগত ২০২২ সালে এ বাবদ ১১৪২ জন অভিবাসীর বিপরীতে বোর্ড বিতরণ করেছিল ৭৩৩.৮৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বোর্ড এ বাবদ ২৩,৩৯৯ জন অভিবাসীর বিপরীতে বোর্ড বিতরণ করেছে ৯১২৩.৩১ মিলিয়ন টাকা।[৩৮]

অভিবাসী কর্মীর সন্তানদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে থাকে। ২০২৩ সালে বোর্ড অভিবাসী কর্মীদের ২৯৪৬ জন সন্তানকে ৮৬.৮৩ মিলিয়ন টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে।[৩৯] ২০২২ সালে বোর্ড অভিবাসী কর্মীদেও ৬১৩৮ জন সন্তানকে

[36] http://www.wewb.gov.bd/sites/default/files/files/wewb.portal.gov.bd/monthly_report/44cde688_3e6e_4b5f_96c8_a57a60f60183/2023-01-24-07-14-3721f308d20e4e57efaf8977b3556e75.jpg

[37] http://www.wewb.gov.bd/sites/default/files/files/wewb.portal.gov.bd/monthly_report/ed473a12_f637_481f_b625_7cb76b0f0e00/2023-01-09-08-07-36c4773531684248773305d5f0686775.jpg

[38] ibid

[39] ibid

১২৫.১৫ মিলিয়ন টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে।[৪০] ২০১২ সাল থেকে ২০২২ সাল প্রর্যন্ত বোর্ড এ বাবদ ২৬,৬৯০ জন অভিবাসী কর্মীর সন্তানদের বিতরণ করেছে ৪৮১.৯৪ মিলিয়ন টাকা।[৪১] ২০২৩ সালে ডায়াসপোরা মেম্বরশিপের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৬০,২৯৭ জন। ২০২২ সালে ডায়াসপোরা মেম্বরশিপের জন্য নিবন্ধন করেছিলো ৪৬,১৬০ জন। ২০১৭ সালের জুন থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ডায়াসপোরা মেম্বরশিপের জন্য নিবন্ধন করেছেন ২,০৫,৪৭৮জন।[৪২] ২০২১ সাল থেকে কল্যাণ বোর্ড অভিবাসীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য ১২ টি ক্যাটগরিতে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করে আসছে। ২০২৩ সালে ৮৬২ জন অভিবাসীর প্রতিবন্ধী সন্তানকে ১০,৩৪ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। ২০২১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৫৯২ জনকে ১৯.১০৪ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে।

৩.৪ শ্রম কল্যাণ উইং

বর্তমানে ২৭টি দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ মোট ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীদের সেবা দেবার জন্য কাজ করছে। শ্রম কল্যাণ উইং এর প্রধান দায়িত্ব অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করা। শ্রম কল্যাণ উইং এর মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিভিন্ন আদালতে মামলা পরিচালনায় আইনগত সহায়তা প্রদান, ক্ষতিপূরণ আদায়, বকেয়া এবং অন্যান্য বেনিফিট, মৃতদেহ আনয়ন, পালিয়ে আসা নারী কর্মীদের জন্য সেইফ হোম পরিচালনা করে।

৩.৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক মোট ৩২,১৯৪ জনকে ৭২৯.২৮ কোটি টাকা অভিবাসন, পুনর্বাসন, বিশেষ পূনর্বাসন, বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ, নারী অভিবাসন, নারী পুনর্বাসন এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ প্রদান করেছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট আদায় করেছে ৩৭৬.৯২ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে ২০২২-

[40] ibid
[41] ibid
[42] ibid

২০২৩ অর্থবছরে মোট ৪১,৬০০ জনকে ৯৫৩.৯১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।[৪৩]

এই অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিবাসন ঋণ বাবদ ৩০,০১১ জনকে ৬৬৯.১৬ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ১,০০৪ জনকে ২৮.৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।[৪৪] নারী অভিবাসন ঋণ বাবদ ২১৭ জনকে ৪.১৪ কোটি টাকা এবং নারী পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ১৫ জনকে ০.৪৩ কোটি টাকা টাকা বিতরণ করেছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেরত আসা ৮৩ জন অভিবাসীকে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২.৪৪ কোটি টাকা, বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ বাবদ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৭৪৭ জনকে ২১.১১ কোটি টাকা এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ বাবদ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ১১৭ জনকে ৩.৩৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

এই ব্যাংক থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২০২৩ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,৬৭,৩৩৫ জনকে মোট ৩৩৬৭.০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এবং এর বিপরীতে মোট সংগৃহীত হয়েছে ১৫৭৬.৩৩ কোটি টাকা।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে প্রবাসীদের জন্য পুনর্বাসন ঋণ ও বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা প্রদান করা হবে তবে কন্ডিশন হচ্ছে জামানতবিহীন ঋণ দেয়া হবে কেবল ৩ লক্ষ টাকার এবং ৩ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা অব্দি ঋণ নিতে জামানত প্রদান করতে হবে। ৫ লক্ষ টাকার বেশি ঋণের ক্ষেত্রে গ্রহীতা অথবা জামিনদারের স্থাবর সম্পত্তির রেজিস্ট্রি মটর্গেজ মূল্যে ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। এই ঋণের পরিশোধের সময় সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং সুদের হার ৯ শতাংশ। বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণের সুদের হার পুরুষের জন্য ৯ শতাংশ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ।

বর্তমানে সারাদেশে ব্যাংকটির ১২০ টি শাখা চালু রয়েছে।[৪৫] ২০২৪ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংক কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তবে ২০২৩ সালে এর কার্যক্রম

[43] প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[44] ibid

সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রবাসীদের রেমিট্যান্স সরাসরি এই ব্যাংকের মাধ্যমে আনার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ। সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে যার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সব গ্রাহক সোনালী ব্যাংকে সব শাখা থেকে ঋণের কিস্তি নিতে পারবে।[৪৬]

৩.৬ বোয়েসেল

২০২২-২০অর্থবছরের ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বোয়েসেল দক্ষিন কোরিয়া, জর্ডান, হংকং ও সিসেলস্, ফিজি, মরিশাস, রাশিয়া, জাপান, কুয়েত, ক্রোয়েশিয়া, মালয়েশিয়া-এ ১৮,২৯৪ জন অভিবাসী কর্মী প্রেরণ করেছে।যা এ বছর মোট অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ২% । বোয়েসেল থেকে জর্ডানে ৬৯৭৮ জন এবং দক্ষিণ কোরিয়াতেই ৬,৭৪৯ দক্ষ অভিবাসী কর্মী অভিবাসন করেছেন। বোয়েসেল এ যাবত ৩২ টি দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ অভিবাসী কর্মী প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে জর্ডানের শ্রমবাজারে এ পর্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে যার বেশির ভাগই নারী কর্মী। [৪৭]

৩.৭ অভিযোগ

প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি সরেজমিন (ম্যানুয়াল) অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ২৩৮০টি অভিযোগ গ্রহন করেছে এবং ৮৬৫ টি কেস নিস্পত্তি করে ৪,৮৭,৯১,৯৮০ টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী এবং তাদের পরিবারকে প্রদান করেছে। [৪৮] ২০২২ সালে বিএমইটি মোট ১২৪০ টি অভিযোগ গ্রহন করেছিলো এবং ৩৩৯ টি কেস নিস্পত্তি করে ১,৬০,১৮,৭০০ টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী এবং তাদের পরিবারকে প্রদান করেছিলো। যদিও ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রতারিত অভিবাসীরা ম্যানুয়াল ও অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারতো কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র ম্যানুয়াল অভিযোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যদি অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণের সিস্টেমে পূণরায় ফেরত যাওয়া যায় তাহলে প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদান আরও বৃদ্ধি পাবে।

৩.৮ রিক্রুটিং এজেন্সি

[46] https://businessbangladesh.com.bd/article/338843
[47] বোয়েসেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য

২০২৩ সাল পর্যন্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ২১৫৩ টি।[৪৯] যার মধ্যে এ বছর ৪৯৯ টি এজেন্সি লাইসেন্স পেয়েছে। সৌদি আরবে নারী কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৬৯৩টি।[৫০] অভিযোগ ও তদন্তের প্রেক্ষিতে বিএমইটি কর্তৃক লাইসেন্স স্থগিত রয়েছে ২৪৯টি রিক্রুটিং এজেন্সির এবং লাইসেন্স বাতিল হয়েছে ১২৮ টি এজেন্সির। [৫১]

এবছর প্রথমবারের মত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিএমইটি এবং রামরু'র যৌথ সমন্বয়ে ৬ টি ব্যাচে নতুন লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি ও পূর্ববর্তী লাইসেন্সধারী রিক্রুটিং এজেন্সির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তে ০২ (দুই) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। ৫২৩ টি এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে সনদ গ্রহণ করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি ও রামরু কর্তৃক মডিউল প্রনয়নের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ন্যায় সংগত করার ক্ষেত্রে আইন, বিধিমালা, নিয়ম নীতি বিষয়ে বিশেষভাবে সেশনসমূহ পরিচালনা করা হয়েছে।

৪. অভিবাসন সংক্রান্ত আইন এবং নীতি পরিবর্তন

৪.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৩

দেশের অভিবাসী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইনটি একটি অন্যতম আইন। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে সম্প্রতি আইনটির কিছু বিধান সংশোধিত হয়েছে। আইনটি সংশোধনের পূর্বে ২৫ জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সভায় ২০১৩ সালের আইনটি সংশোধনকল্পে আনীত খসড়া বিলের ওপর অংশীজনদের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত খসড়া বিলটির ওপর রামরু'র পক্ষ থেকে কতিপয় লিখিত পর্যবেক্ষণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বরাবর পেশ করা হয়। উক্ত পর্যবেক্ষণে প্রস্তাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

[49] http://www.bmet.gov.bd
[50] http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/resources/notice/2056.pdf
[51] http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/raHomeAction

ছিলো- আইনটির প্রস্তাবনায় International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of their Families, 1990 এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক অন্যান্য সনদের উল্লেখ বহাল রাখা; আইনের মূল নাম পরিবর্তন না করা; এবং মানব পাচার ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন সমূহের ওপর এই আইনের বিধানবলী কার্যকর না করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ কার্যকর হওয়ার পর রামরু'র উক্ত তিনটি প্রস্তাবের প্রতিফলন দেখা যায়। সংশোধিত আইনের প্রস্তাবনা; ১ ধারায় উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত শিরোনাম; এবং ৪৬ ধারায় উল্লেখিত অন্যান্য আইনের পরিপূরক গণ্য হওয়ার বিধানসমূহ পূর্বের ন্যায় বহাল আছে।

এছাড়াও আইনি কাঠামোর মধ্যে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিস্বরূপ আইনটির ২(১৮) ধারায় সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির সংজ্ঞা; ১৪ক ধারায় তাদের নিবন্ধন ও নিয়োগের বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে- যা ছিলো রামরুর দীর্ঘ দিনের দাবী। পাশাপাশি সংশোধিত আইনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহের মধ্যে রয়েছে: ৩০ ধারায় অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পুণঃএকত্রীকরণ ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্মসূচির বিধান; ৩০ ক ধারায় অভিবাসী কর্মীর দায়-দায়িত্ব; ৩৩ক ধারায় লাইসেন্স বাতিল বা প্রত্যাহারের পর রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রমের দন্ড সম্পর্কে বিধান; ৩৫ ধারায় এজেন্সি বা সাব-এজেন্ট কতৃক আইন বহির্ভূত শাখা অফিস পরিচালনার শাস্তি; ৩৯ ধারায় উক্ত আইনের ৩১, ৩৩, ও ৩৪ ধারায় উল্লেখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিন-অযোগ্য ও অ-আপসযোগ্য বিবেচনা এবং ৩২, ৩৩ ক ও ৩৫ ধারায় উল্লেখিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপসযোগ্য বিবেচনার বিধান।

৪.২ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর বিধান সাপেক্ষে সরকার সাব-এজেন্ট নিবন্ধন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা ২০২৩ নামে প্রণয়নের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অনুরোধে উক্ত বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে রামরু সংশোধনী আইনের দ্বারা স্বীকৃত সাব-এজেন্ট এর দায়িত্ব ও আচরণ বিধিমালা প্রণয়নকল্পে একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরী করে ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপণ করা করেছে।

খসড়া বিধিমালার লিংক
https://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2024/01/Proposed-draft-Rules-of-Sub-Agent-by-RMMRU.pdf

উক্ত খসড়া বিধিমালার বিধি ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ সাব-এজেন্ট নিবন্ধনের আবেদন, নিবন্ধন প্রদান, নিবন্ধনের আবেদন নামঞ্জুরের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচন ও নিবন্ধন নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে তফসিল-১ এ নিবন্ধনের জন্য আবেদন ফি, নবায়ন ফি, জামানত, নিবন্ধন নবায়নের আবেদন ফি, নিবন্ধন নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ নিবন্ধন নবায়ন ফি, ডুপ্লিকেট নিবন্ধন ফি এবং তফসিল-২ এ নিবন্ধনের আবেদন ফরম, নিবন্ধন ফরম, নিবন্ধন নবায়নের আবেদন ফরম, অভিবাসনের জন্য নিবন্ধন ফরম নামক ৪ টি ফরম সংযুক্ত করা হয়েছে। বিধি-৯ এ রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নির্বাচন এবং বিধি-১০ এ সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির দায়িত্ব ও আচরণ সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.৩ বাংলাদেশ জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি-২০২৩

বিদেশে বাস করা বাংলাদেশি নাগরিক এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকদের জন্য জন্য একটি খসড়া ডায়াসপোরা নীতি প্রণয়ন করেছে সরকার। উক্ত খসড়ার প্রস্তাবনায় বলা

হয়েছে, ২০২২ সালে ডাবলিনে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক ডায়াসপোরা সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ অনাবাসীদের সম্পৃক্তকরণবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ অনুযায়ী, প্রবাসী বলতে অনাবাসী এবং অভিবাসী কর্মী উভয়কে বোঝায়।

এ নীতিমালার প্রথম অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ডায়াসপোরাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য প্রণয়নে এই নীতির রূপকল্প হচ্ছে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সম্পৃক্তকরণের টেকসই ব্যবস্থা স্থাপন করা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে সরকার এই নীতির মূলমন্ত্রসমূহ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও পথনির্দেশক মূল্যবোধ এবং মূল উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে কর্মউদ্যোগ গ্রহণ করবে যেখানে, ডায়াসপোরা কুটনীতি ও কুটনৈতিক সক্ষমতা জোরদার করা; বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের তথ্যবাতায়ন বিনির্মাণে ডায়াসপোরা নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা; বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচারে ডায়াসপোরাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুঁজি সংগঠিত করা; নিরাপদ অভিবাসী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা; জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা; ডায়াসপোরাদের অর্থনৈতিক পুঁজি সংগঠিত করতে মূলধনী বিনিয়োগ, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ, দেশজ পণ্য ও সেবার বাণিজ্য করতে উৎসাহিত করা; ডায়াসপোরাদের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ ও বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত করা।

৫. আন্তর্জাতিক আইনে অভিবাসীর সুরক্ষা

৫.১ ফ্রান্সে কঠোর অভিবাসন আইন

ফ্রান্সে পাস হওয়া বিলেও অভিবাসন আইন আরও কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিতর্কিত বিলটিতে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া দ্রুততর করার কথা বলা হয়েছে।[৫২] এ ছাড়া আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে আপিলের জন্য সময়সীমা কমিয়ে আনার কথা বলা হয়। ফ্রান্সে ফ্যামিলি রিইউনিয়ন ভিসা প্রক্রিয়া কঠিন করার সুপারিশ রয়েছে যাতে করে কোন ব্যক্তির ফ্রান্সে পরিবারের কোনো সদস্য থাকলে তার পক্ষে ফ্রান্সে অভিবাসন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফ্রান্সে চিকিৎসার ভিসার আবেদন ও কঠিন করার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বে ১৩ বছরের কম বয়সীদের ফেরত না পাঠানো সংক্রান্ত যে বিষয়টি ছিল সেখানেও আইনে পরিবর্তনের আভাস রয়েছে।

৫.২ যুক্তরাজ্যে অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে নতুন আইন

নৌকায় করে ঝুঁকিপূর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমানো অনিয়মিত অভিবাসীদের ঢল নিয়ন্ত্রনলক্ষ্যে নতুন আইন পাস করেছে যুক্তরাজ্য।[৫৩] দেশটিতে এখন কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছোট নৌকা বা অন্য কোনো অনিয়মিত উপায়ে প্রবেশ করলেও আশ্রয় প্রদান না করার বিধান রয়েছে। অনিয়মিতভাবে প্রবেশ করে যদি কেউ ধরা পড়েন তাহলে তাকে এ আইনের অধীনে তৃতীয় কোনো দেশে ফেরত পাঠানোর এবং একবার অনিয়মিত উপায়ে এসে ধরা পড়া ব্যক্তির কখনো যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। আইনটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলেও দেশটির সরকার বলছে শুধু ২০২২ সালেই অনিয়মিতভাবে ৪৫,০০০ মানুষের প্রবেশের চেষ্টা ও দিন দিন তা বেড়ে যাওয়া ঠেকাতে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিপুল সংখ্যক অভিবাসন প্রত্যাশীদের থাকার ব্যবস্থা করতে প্রতিবছর ৪ বিলিয়ন ডলার খরচের বিষয়টিও কারণ হিসেবে রয়েছে। যুক্তরাজ্য সরকার অনিয়মিত অভিবাসীদের আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় স্থানান্তর করতে চাইলেও আইনি জটিলতায় সে প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। নতুন প্রচলিত আইনটি অনুমোদিত হলেও এখন থেকেই কার্যকর করা হচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে।

৫.৩ ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক অভিবাসী আইন কঠোরকরণ

[52] https://www.prothomalo.com/world/europe/c7ez6mkdtq
[53] https://www.dhakapost.com/international/210002

অনিয়মিত অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইনে সংস্কার আনয়নের বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্প্রতি মতৈক্যে পৌঁছেছে। এতে করে ইইউ-এর অভিবাসন আইন আরও কঠোর হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনিয়মিতভাবে ইউরোপে আসা অভিবাসীদের আশ্রয় প্রদান, যাচাই-বাছাই দ্রুতকরন, আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত নিজ দেশে প্রেরণ এবং সিমান্ডে আটক কেন্দ্র তৈরিসহ বেশ কিছু বিষয় এখানে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অধীনে কিছুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে স্থানান্তর করা হবে। কোন দেশ আশ্রয়প্রার্থীদের নিতে অস্বীকৃতি জানালে, তাদের আর্থিক বা কাঠামোগত অবদান রাখার কথা বলা হয়েছে।

৫.৪ জার্মানির অভিবাসন আইনে ইতিবাচক পরিবর্তন

জার্মানিতে দক্ষকর্মীর সংকট নিরসন ও অভিবাসনকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে দেশটির সরকার নাগরিকত্ব আইনে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সংস্কারের ফলে অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্ব প্রাপ্তি আরও সহজতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৫৪] খসড়া আইনে জার্মানির নাগরিকত্বের নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তনগুলোর একটি হচ্ছে নাগরিকত্বের জন্য আবেদনের সময়সীমা আট বছর থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করা। অর্থাৎ কেউ নিয়মিতভাবে পাঁচ বছর জার্মানিতে অবস্থান করলে পাঁচ বছরের মাথায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে। কাজে দক্ষতা থাকলে বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকলে ভাষাগত দক্ষতা থাকলে এবং স্বাধীনভাবে নিজ ও পরিবারের জন্য আয়ের সক্ষমতা থাকলে বিশেষ বিবেচনায় তিন বছরের মাথায় আবেদনের সুযোগ থাকবে। এ আইন পাস হলে ইইউ ও সুইস নাগরিকদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের নিয়মিত অভিবাসীগণও দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ পাবে।

৬. সুশীল সমাজের উদ্যোগ

গত দুই যুগ ধরে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান অভিবাসন খাতে গ্ররুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। অভিবাসন খাতে সেবা যেমন তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, আইনী

[54] https://www.prothomalo.com/world/europe/441eg80h6e

সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, প্রতারিত অভিবাসীদের ক্ষতিপূরণের পেতে সহায়তা করা, ফিরে আসা অভিবাসীর পুন:একত্রিকরণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা, ২০১৩ সালের অভিবাসন আইনের আওতায় আদালতে মামলা দাখিল করা সহ অভিবাসীদের জন্য জরুরী সেবা/রেফারেল সেবা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন নীতি সংস্কার ও পরিবর্তনে জন্য সরকারকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

২০২৩ সালে রামরু, ওয়্যারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, ইপসা, বমসা, বাস্তব, বিএনএসকে, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) সম্মিলিতভাবে ২,৫৮,২০৪ জনকে উঠান বৈঠক, স্কুল প্রোগাম ডো-টু-ডোর ভিজিট/আইপিসি, তথ্য ডেস্ক, ভিডিও শো, আইপিটি শো, গ্রাফিতি ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতন করেছে। ১০,৬,৮১ জন অভিবাসীকে প্রি-ডিসেশন বিষয়ক ট্রেনিং ও ৩৬৬৮৯ জনকে প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং, ৩৫৬১ জনকে টি ফিনান্সিয়াল লিটারেসি/ বিসনেস ডেভেলপমেন্ট রেমিটেন্স ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং, ১০০৮ জনকে জেন্ডার/ VAW/GBV বিষয়ক ট্রেনিং প্রদান করেছে। এসব সংস্থা একত্রে সালিশ, মেডিয়েশন, মৃত্যুজনিত, দূর্ঘটনাজনিত ও অন্যান্য ৩৬৯ টি অভিযোগের বিপরিতে মোট ১,৩৩,৬৮,০৯৫ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করেছে। ফিরে আসা অভিবাসীর পুন:একত্রিকরণ মূলক কার্যক্রম হিসেবে ৩৯১২০ জনের রেজিস্ট্রেশন, ১০০১৯ জন কে কাউন্সেলিং, ৭৫৩৮ জনকে রেফারেল সেবা প্রদান করেছে।

সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানের এ বছরের কিছু বিশেষ উদ্যোগ/ অভিনব সেবা

বিসিএসএম এর ব্যানারে এবছর দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করে। পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর ১২ জন সম্মানিত সংসদ সদস্য উপস্থিতিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মীর অধিকার এবং কল্যাণ বিষয়ক দাবি ও সুপারিশমালার খসড়া উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এই ইশতেহার রাজনৈতিক দলগুলোকে হস্তান্তর করা হয়।

রামরু এবছর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি'র সাথে যৌথ সমন্বয়ে ৫ টি ব্যাচে ৩১১ টি নতুন লাইসেন্স প্রাপ্ত ও পুরাতন লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির ৩৮৭ জন

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদারকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সনদ প্রদান করেছে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সটিকে একটি মৌলিক কোর্স হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ফলে প্রথম ব্যাচ প্রশিক্ষণের পরপরই এই বছর থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদেশের মাধ্যমে নতুন এজেন্সিদের লাইসেন্স গ্রহণের পূর্বে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২০২৩ সালে রামরু অভিবাসীর অবদানকে মূল্যায়ন এবং তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ৫ম বারের মত "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০২৩" আয়োজন করে সফল উদ্যোক্তা অভিবাসী, সফল রেমিটেন্স ব্যবহারকারী অভিবাসীর পরিবার এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান ও সম্মানিত করেছে। এছাড়াও ১২ ফিরে আসা অভিবাসীর পুন:একত্রিকরণ মূলক কার্যক্রম হিসেবে ১০,৮০০০০ টাকা পুন:একত্রিকরণ সাপোর্ট প্রদান করেছে।

ওয়্যারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবছর অভিবাসীদের জন্য আগামী অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে অভিবাসীদের জন্য কি পরিমান বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন সে সংক্রান্ত একটি গবেষণা করে এবং সংসদীয় ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সদস্য জাতীয় সংসদে তা উত্থাপন করে।

ব্রাক এবছর সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেমন উঠান বৈঠক, স্কুল প্রোগাম, ভিডিও শো এর মাধ্যমে ১,৫০,৯৩৫ জনকে সচেতনতা ও ৫৬৮৯ জনকে পুন:একত্রিকরণের উদ্দেশে সেবার আওতায় আনার পাশাপাশি ১৬৫৯ জন অভিবাসীকে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান, ১১৫৯ জনকে আর্থিক সহায়তা মনোঃসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করেছে।

বাংলাদেশী অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশন (বমসা) এবছর অন্যান্য সেবার পাশাপাশি গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা অনুযায়ী গৃহকর্মীদের জন্য একটি নমুনা চুক্তিপত্র তৈরী করেছে।

বাস্তব এ বছরে ফিরে আসা অভিবাসীদের পুনঃএকত্রিকরণে সহায়তা হিসেবে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার জন্য প্রশিক্ষন প্রদান সহ ৪৫ জন নারী কর্মীদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে সহায়তা করেছে।

বিএনএসকে সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেমন উঠান বৈঠক, স্কুল প্রোগাম, ভিডিও শো এর মাধ্যমে ১৬০৭ জনকে সচেতনতা ও ১১৩২ জনকে পুনঃএকত্রিকরণের উদ্দেশে সেবার আওতায় আনার পাশাপাশি ৭৭২ জনকে জরুরী সেবাসহ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করেছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) ২০২৩ সালে ২০০ জনকে সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তি ও ব্যবসা শুরু করা সহ ২০০০ জন ফিরে আসা অভিবাসীকে পুন:একত্রিকরণমূলক সেবা প্রদান করেছে।
ইপসা ২০২৩ সালে ৭০ জন কাউন্সেলিং সেবা সহ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ফেনী ও চাঁদপুর জেলায় ১০০ জনকে রেফারেল সেবা ও অন্যান্য সেবা প্রদান পদান করেছে।

৭. সুপারিশমালা

- ২০২৫-২০৩৫ সালকে অভিবাসন দশক ঘোষণা করা হোক।
- শ্রম অভিবাসন এবং ডায়াস্পোরার জন্য দুইটি দিবস পালন না করে সকল অভিবাসীর জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত ১৮ ডিসেম্বরকেই সকল অভিবাসীর দিবস হিসেবে পালন করা হোক। ১৮ ডিসেম্বর পালনকে 'গ' তালিকাভুক্ত করার বদলে 'খ' তালিকাভুক্ত করা হোক।
- রাজনৈতিক ইশতেহারে অভিবাসীদের বিষয়ে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে তার জন্য নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করা হোক।
- অনলাইনে অভিযোগের যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চালু ছিল তা দ্রুত ফিরিয়ে আনা হোক।
- আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনকে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো জলবায়ু অভিযোজনের পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হোক। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জলবায়ু বিষয়ক ফান্ডগুলো হতে বিশেষ ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করা হোক।
- রেমিট্যান্স প্রবাহের স্রোত ফিরিয়ে আনতে ব্যাংকগুলোর প্রতি অভিবাসীদের আস্থা বাড়াতে হবে। স্বল্পমেয়াদী অভিবাসীদের বিভিন্ন বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে হবে এবং তা গনমাধ্যমে ও সামাজিক মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে।